174

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার মান

আজিজ আহমেদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট।

বাংলাদেশের সংবিধানে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়েছে। শিক্ষা প্রসংগে রাষ্ট্রের আরও দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করা, "যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত নাগরিক সৃষ্টি করা" এবং "আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা"। এতে স্পষ্টতই দুইটি বিষয় লক্ষিত (১) সকল বালক-বালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, এবং (২) শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার গুণগত মানের পরিমার্জন ও উন্নয়ন সাধন করা।

সংবিধান মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সরকার ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে, যার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৭.৭৬ মিলিয়ন এবং শিক্ষক এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১,৫৫,৭৪২ জন। এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে সংবিধান সম্মত ছিল, কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়নি। বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা এবং ঝরে পড়ার সংখ্যা রোধ করার এবং শিক্ষকতার মানোন্নয়নসহ বিদ্যালয়ের ভৌতকাঠামোর উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা পর্যাপ্ত ছিল না।

জাতীয়করণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা, সরকারী কর্মসূচী নির্ভর হয়ে পরে। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন কাজের প্রতি জনগণের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অংশগ্রহণের আগ্রহ ও মাত্রা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। এ অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবক সমিতি গঠন করা হয়েছে যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্তি ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৩৭,৭৩৩ এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২,৫৭৪। এই বিদ্যালয় গুলিতে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি যোগ্য শিশুদের ৮৩% ভর্তি হয়েছে ও ভর্তিকৃত শিশুর ঘরে পড়ার হার ৫৯%।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার কম এবং বিশেষ করে ঝরে পড়ার হার অত্যন্ত বেশী হওয়ার কারণ বহুবিধ। তারমধ্যে শিক্ষকদের দক্ষতা, শিক্ষাদানের গুণগতমান ও আকর্ষণীয় পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভৌত সুবিধাদির অভাব ও অপ্রতুলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণের শতকরা ৯০ ভাগই পিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কিন্তু প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের জন্য পরবর্তী চাকুরীকালীন ক্লাষ্টার ট্রেনিং যা আছে তা লক্ষ্য পূরণে ক্রমে হ্রাস পেয়ে যায়। তাছাড়া ১২,৫৭৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষিত শিক্ষক অত্যন্ত কম। এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের জন্য পরবর্তী সঞ্জিবনী প্রশিক্ষক/কোর্স চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অতঃপর আসে সিলেবাস ও পুস্তকের কথা। শিশুদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় পাঠ্যক্রম ও সুদর্শন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও তা যুগোপযোগী আধুনিক সংস্করণ প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়নের পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই সরকার গ্রহণ করেছে ও ১ম শ্রেণী হতে ৩য় শ্রেণীর পুস্তকের আধুনিক সংস্করণ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা উপকরণ, যথা-বই, খাতা, পেন্সিল, খেলাধূলার বিবিধ সামগ্রী আর্থিক অবস্থা ভেদে স্কুল ছাত্র/ছাত্রী যাতে সহজে পেতে পারে, সরবরাহ নিশ্চিত করা। দেশের অনেক গরীব পরিবারের শিশু শিক্ষা উপকরণের অভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তিঃ হয় না অথবা বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। বর্তমান সরকার এই ব্যাপারে পয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং প্রতি থানার ১টি করে ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এনজিও-রা সীমিত সংখ্যায় খাতাপত্র ও হালকা খাদ্যসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। ও পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয় আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় উপরোক্ত বিষয়াদি চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক স্তরে উন্নীত হবে।